(*) ট্রাজেডি-নাটক-হিসাবে 'মাকবেথের' সার্থকতা :—

Tragedy — মহতী আদর্শের মহতী বিপর্যয়; এর চিত্র মহতী আত্মার মহতী বিনষ্টি ॥ গ্রীক ট্রাজেডিতে দৈব বিধি বা নিয়তিবাদের (নেমেসিস) প্রাধান্য। অন্যদিকে শেক্সপীয়র তাঁর ট্রাজেডিতে অত্যধিক-মিত-নিয়তিবাদে বিশ্বাস করেছেন। তাঁর মতে — 'character is destiny'। আবার হেগেল দ্বন্দ্বমুখর নাটকেরই প্রাধান্য দেন; এমন দ্বন্দ্ব যা বিপরীত শক্তির মধ্যে নয়, সমশ্রেণীর মধ্যেই সংঘটিত হয় (অর্থাৎ, ভালোর সঙ্গে ভালোর, মন্দের সঙ্গে মন্দের, এমন)। এ.সি. ব্রাডলে বলেন — চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব থেকে যে ক্ষোভ হয়, তারই নাম বিষাদ। এই বিষাদ থেকে নির্মোক্ষণের প্রক্রিয়া (catharsis) হয়, যা নাটককে চরম আস্বাদ্য মান করে তোলে ॥

কার্ল মার্ক্স নীট্শে নিঃসংকোচে বলেছেন — প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বিরোধ নিয়েই তো জীবনে ট্রাজেডির উদ্ভব হয়। এই ট্রাজেডির চর্মবিন্দুর ফলে দর্শকের হৃদয়ে যে ভাব সঞ্চারিত হয় তারই নাম 'সার্থক বিরেচন'। এর ফলে সার্থক দর্শক/পাঠক মনে করেন —

" পরস্য ন পরস্যেতি
মমেতি ন মমেতি চ।"

নীট্শে-সমালোচক মেথার নিজের মতে — বহির্দ্বন্দ্ব নয়, অন্তর্দ্বন্দ্বই ট্রাজেডির প্রকৃত ভিত্তি। অন্তর্দ্বন্দ্ব-পীড়িত হয়ে ব্যক্তি তার অন্তর-মমত্বকে যেখানে পাঠিয়ে তোলে, সেখানেই প্রকৃত ট্রাজিক-রস নিষ্পন্ন হয়। আর কার্ল মার্ক্স অ্যারিস্টটল বলেন — ট্রাজেডির নায়ককে সাধারণস্তরের হতে হবে 'common-level' এর উর্ধ্বে; অর্থাৎ হতে হবে কোন রাজা বা রাজপরিবারের লোক, বা রক্তাক্ত-বীর কিংবা কোন মহান বীর। এই ধরনের নায়কের অপ্রত্যাশিত পতনই নায়কে ট্রাজিক-রস নিষ্পন্ন করে ॥